বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর
তারিখ 03 MAY 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

০৪

শিশু শিক্ষা ও মায়েদের ভূমিকা

।। বিলকিস খানম মুন্না ।।

'শিশু শিক্ষা সমস্যা এবং মায়েদের ভূমিকা প্রসঙ্গে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অবিস্মরণীয় বাণী হচ্ছে, আমাকে শিক্ষিতা মা দেও, আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি দেব।' শিশু শিক্ষায় মায়েদের ভূমিকা কতখানি বা কতটা গুরুত্ব বহন করে তার প্রমাণ এতে পাওয়া যায়। শিক্ষা বলতে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও বোঝায়, যেমন শিশুর জন্ম পূর্ব এবং পরবর্তী নিয়ম-কানুন, সেবা ও পরিচর্যা প্রভৃতি।

একটি শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সে তার মায়ের সান্নিধ্যে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। সে মাকেই অনুকরণ এবং অনুসরণ করে। শিশু যখন আধো আধো কথা বলতে শুরু করে তখন কিন্তু সে তার মায়ের ভাষাতেই কথা বলে। এরপর সে আর একটু বড় হয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সে কিছুটা বুঝতে শেখে। এরপরই তাকে শিক্ষা দেয়ার কাজ শুরু হয়। শিশুকে মাটির ঢেলার সাথে তুলনা করে বলে, তাকে যেমন আকার দিতে চাইব সে তেমনি আকার ধারণ করবে। লেখাপড়া করিয়ে সাহেব বানানোর দরকার কি?' এটা যে ভ্রান্ত ধারণা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শহুরে সমস্যা ঃ শহরের ছেলেমেয়েরা যদিও ছোটবেলা থেকেই স্কুলে যায় তথাপি তাদেরও সমস্যা অনেক। অনেক পরিবার চান তাদের সন্তান মানুষ হোক কিন্তু অর্থ ব্যয় করতে পারছেন না। আবার এই যান্ত্রিকতার সড়ক দুর্ঘটনায় আশংকা বাচ্চাদের জন্য একটা মহাসমস্যা। অনেকেরই ছেলেমেয়েদের অন্যান্য খরচাদি মিটিয়ে যাতায়াত খরচ বহন করা সম্ভব না। আবার পাশের বাড়ীর বাচ্চাটি পড়ছে না বলে অনেকের বাচ্চা পড়তে চায় না।

শিক্ষিত সচেতন মায়েরা তার শিশুকে খেলা হলে লেখাপড়া আচার-ব্যবহার এবং কিল চাপড় না মেড়ে মোলায়েম সুরে কথা বলে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কখন পড়ার সময়, কখন খেলার সময় তা শেখানি এবং এর সাথে শিশুদের চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থাও করেন। শিশুর সুষ্ঠু সামাজিক অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও